বাইরের আলোর রোশনাই ভিতরের অন্ধকার দূর করে না

একটা দেশ কতটা সভ্য বা উন্নত তা বোঝা যায় সে দেশের মেয়েদের অবস্থাটা কেমন, তার উপর। জাতীয় পরিবার ও স্বাস্থ্য সমীক্ষার ২০১৫-'১৬ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী বাল্যবিবাহে দেশের গড় ২৭ শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গে বাল্যবিবাহের গড় অনেকটাই বেশি— ৪০.৭ শতাংশ। অর্থাৎ সারা দেশের মতো এ রাজ্যের মেয়েদেরও একটা বড় অংশকে পূর্ণবয়স্ক হওয়ার আগেই কাঁধে তুলে নিতে হচ্ছে সংসারের বোঝা। পড়াশুনা করে পরিণত সচেতন মানুষ হিসাবে গড়ে ওঠার আগেই ঢুকে পড়তে হচ্ছে সংসারের হাজারো জটিলতায়। শরীর পূর্ণতা পাওয়ার আগেই সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে দেখা দিচ্ছে নানা অসুস্থতা। জন্ম নিচ্ছে অপুষ্ট শিশু। যে দেশে এত বিপুল সংখ্যক মেয়ের প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগেই বিয়ে হয়ে যায়, সে দেশের মন্ত্রী-নেতাদের মুখে উন্নয়নের গালভরা গল্প কি আদৌ শোভা পায়? রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কিছু দিন আগেই 'কন্যাশ্রী' প্রকল্পের জন্য বিশ্ব দরবারে পুরস্কৃত হয়েছেন। দেশের প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রকল্প 'বেটি বাঁচাও', 'বেটি পড়াও'। এই সব প্রকল্পের দ্বারা বাস্তবে মেয়েদের অবস্থার কতটুকু উন্নতি হচ্ছে? সরকারের সমীক্ষার রিপোর্টই বলছে সমস্যা আজও ভয়াবহ আকারেই রয়েছে। যে বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে একদিন বিদ্যাসাগর সংগ্রাম করেছিলেন, স্বাধীনতার সত্তর বছরেও সেই কুপ্রথা পুরোপুরি বন্ধ করা গেল না কেন?

সমস্যার গভীরে গেলে দেখা যাবে, এর পিছনে রয়েছে সমাজে মেয়েদের প্রতি এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি, যার বিশেষ কোনও পরিবর্তন আজও হয়নি। আজও মেয়েদের পরিবারের বোঝা মনে করা হয়। বিয়ে দিতে লাগে হাজার হাজার টাকার পণ-যৌতুক। তাই কন্যা সন্তান পরিবারের কাঙ্ক্ষিত নয়। চাই পুত্র সন্তান। আইনের নিষেধাজ্ঞা থাকলেও দিনের পর দিন কন্যাভ্রূণ হত্যা, জন্মের পর শিশুকন্যাকে ফেলে দেওয়া কিংবা হত্যা করার মতো ঘটনা ঘটেই চলেছে। এই মানসিকতার কারণেই অনেকে মনে করে পরিবারে মেয়েদের বেশি পড়িয়ে কী হবে? সেই তো বিয়ে দিয়ে পরের বাড়ি পাঠাতে হবে। কেউ কেউ ভাবেন বেশি বয়সে বিয়ে দিলে বেশি পণ লাগবে, ছোট বয়সেই বিয়ে দিয়ে দাও। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অভাব, দারিদ্র। কোনও রকমে একটা কাজ খুঁজে দু'মুঠো খাবার জোগাড় করতে আজ মানুষকে গ্রাম ছেড়ে, ভিটে-মাটি ছেড়ে শহরে, অন্য প্রদেশে, বিদেশে ছুটতে হচ্ছে। এক জনের রোজগারে সংসার চলে না। পরিবারের ছোট-বড়, স্ত্রী-পুরুষ সকলকে কিছু না কিছু কাজ খুঁজতে হচ্ছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, যাদের বই খাতা নিয়ে স্কুলে যাওয়ার কথা, তারা পেটের টানে ছুটছে চায়ের দোকানে বা কোনও ধনী পরিবারে ফাই ফরমাস খাটতে। প্রতিদিন ভোরে দলে দলে মহিলারা শহরে আসেন গৃহ পরিচারিকার কাজ করতে। কেউ কেউ কোনও অসংগঠিত ক্ষেত্রে অত্যন্ত কম মজুরিতে সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর ক্লান্ত-শ্রান্ত শরীরে বাড়ি ফেরে। বাড়ির বাচ্চাদের দেখাশোনা করা বা পড়াশোনা দেখভাল করার কেউ নেই। কন্যাসন্তান বাড়িতে একা রেখে গেলে সবসময় একটা ভয়, আশঙ্কা তাড়া করে কখন কোন নরপশুর থাবার সামনে পড়ে যায়। বিপদ তো বলে কয়ে আসে না। এই সমাজে মেয়েদের একবার কোনও অঘটন ঘটলে আর যে বিয়ে হবে না! তার থেকে বরং ভাল, সময় থাকতে মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেওয়া। বিয়ে না দিয়ে মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়ে বড় করলেও ক'টা মেয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারছে? চাকরির সুযোগ কোথায়? সরকারি নিয়োগ নেই। নতুন কল-কারখানা খুলছে না, একটা-দুটো খুললেও সেগুলি যন্ত্রনির্ভর। পুরনো যেগুলি ছিল সেগুলিতেও হয় লোক কমাচ্ছে না হয় বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কাজ পাবে কোথায়? পরিবারের মতের বিরুদ্ধে গিয়ে লড়াই করে লেখাপড়া শিখবে, নিজের পায়ে দাঁড়াবে, তার পর বিয়ে করবে এই মনের জোর ক'জন মেয়ে দেখাতে পারছে? পারছে না বাস্তব পরিস্থিতির কারণেই। এই সমাজ ব্যবস্থায় আশা জাগানোর কোনও ইঙ্গিতও নেই।

এই ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় নারী আজ ভোগ্যপণ্য। তাই নারী-নির্যাতন, ধর্ষণ, পাচার, বাল্যবিবাহ, পণপ্রথা, পণের দাবিতে হত্যা, অ্যাসিড আক্রমণ, অনার কিলিং প্রভৃতি ঘটে চলেছে প্রতিনিয়ত। এগুলি বন্ধ করার জন্য যে আন্তরিক উদ্যোগ রাষ্ট্র তথা সরকারগুলির নেওয়া দরকার ছিল, তার ছিটেফোঁটাও তারা নেয় না। যে সামাজিক আন্দোলন এই সব কুপ্রথা দূর করার জন্য গড়ে তোলা দরকার ছিল, নীতিহীন আদর্শহীন, পুঁজিপতিদের পলিটিক্যাল ম্যানেজারের ভূমিকা পালন করা এইসব ভোটবাজ দলগুলির দ্বারা আজ আর তা সম্ভব নয়।

‘কন্যাশ্রী’, ‘বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও’ প্রভৃতি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের প্রকল্প যদি পরিপূর্ণভাবে রূপায়িতও হয়, তা কিছু মেয়েকে সামান্য আর্থিক সুরাহা দিতে পারে মাত্র— এই সমস্যার মৌলিক কোনও পরিবর্তন ঘটাতে পারে না। বাল্য বিবাহ সহ মহিলাদের উপর সমস্ত রকমের নিপীড়ন বন্ধ করতে হলে চাই নতুন সমাজ ব্যবস্থা— সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা, রাশিয়ায় নভেম্বর বিপ্লবের মধ্য দিয়ে যা গড়ে উঠেছিল। এ দেশেও একমাত্র তেমন সমাজই পারে মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ বন্ধ করতে, যেখানে সকলে কাজ পাবে, নারীরা মর্যাদা নিয়ে মাথা উঁচু করে বাঁচবে, নারী-পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা পাবে। সমাজতান্ত্রিক সেই সমাজে মেয়েদের বোঝা মনে করা হবে না। নারীমুক্তির সাথে এই ধরনের সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম আজ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সেই সংগ্রামে সামিল হতে হবে সব স্তরের মহিলাদের। তবেই সম্ভব বাল্যবিবাহের শিকড় উৎপাটন করা। না হলে যত দিন যাবে সমস্যা আরও বাড়তেই থাকবে।